দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

H8 170

অনিয়মিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৯৩ সম্পর্কে যশোর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অবিমৃষ্যকারিতা

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য যশোর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত দেশের অন্য চারটি শিক্ষা বোর্ড থেকে পৃথক বিধায় উক্ত বোর্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। ৮ম শ্রেণী পাশ হলে কমপক্ষে ৩ বৎসর আগে এবং ৯ম শ্রেণী পাশ হলে কমপক্ষে ২ বৎসর আগে অধ্যয়নকৃত বিদ্যালয় হতে টিসি (ছাড়পত্র) নির্বাচনী পরীক্ষার আবেদনের সাথে আনুষঙ্গিক দলিল হিসেবে জমা প্রদান করার নির্দেশ নামা জারি করা হয়েছে। ছাত্র ও জনমনে আশংকা দেখা দিচ্ছে যে, হয়ত আগামীতে 'টিকা' পরীক্ষা নাও থাকতে পারে; ঘন ঘন সরকারী সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে এরূপ হচ্ছে। ফলে যারা আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় অপরিপক্কতার কারণে অংশগ্রহণ করতে ভয় পেত তারা সকলেই 'টিক' দিয়ে পাশ করে যাবার ঝুঁকি নিচ্ছে– সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। এরই পরিণতিতে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম হইতে ১০ম শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানের ছাত্র–ছাত্রী অবৈধ কাগজপত্র সংগ্রহ করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করছে, যা একেবারেই অনভিপ্রেত। ফেল করা ছাত্র–ছাত্রী, ৩য় বিভাগে এসএসসি পাশ করা ছাত্র–ছাত্রী, গুরুতর অভিযোগে বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রী, তাদের আসল পরিচয় গোপন রেখে ৯ম শ্রেণী পাশ সার্টিফিকেট (যা ২০ টাকায় রাস্তাঘাটে কিনতে পাওয়া যায়) দাখিল করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ সুযোগ ঢাকা, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডে না থাকায় আগ্রহীরা যশোর বোর্ডের অধীন বিভিন্ন কেন্দ্রে এসে ভিড় জমাচ্ছে বৈতরণী পাড়ি দেবার জন্য।

কি বিচিত্র এ দেশ!

প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানবিক (সমাজ বিজ্ঞান) বিভাগের নিয়মিত ছাত্র–ছাত্রী স্ব স্ব বিদ্যালয় থেকে আবেদন ফরম পূরণ না করে স্বল্প খরচে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের যাবতীয় কলাকৌশল অবলম্বনপূর্বক স্কুলে ফাঁকি দিচ্ছে যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা স্কুলের নেই। ফেল করা পরীক্ষার্থীরা তাদের বয়স কমানোর জন্য ৮ম শ্রেণী পাশ জাল সার্টিফিকেটে ইচ্ছামত বয়স বসিয়ে নিচ্ছে। অবৈধ কাজ করার অপূর্ব সুযোগ গ্রহণে আপত্তি কোথায়!

কেবলমাত্র যশোর শিক্ষাবোর্ডের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য উল্লেখিত দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পথ পিচ্ছিল করেছে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির এরূপ শিক্ষা ধ্বংসকারী সিদ্ধান্ত তথা ষড়যন্ত্র ছাত্র সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার নীল নকসা ছাড়া আর কিছুই নহে। এসব অযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি কাম্য। বিষয়টি তদন্ত করে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দেশের জনপ্রিয় সুযোগ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সকল সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানগণকে এ বিষয়ে সোচ্চার হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মলয় দে
মধুপুর হাইস্কুল
হরিনারায়ণপুর, কুষ্টিয়া।